জীবন বৃত্তান্ত

রাশেদুল হোসেন চৌধুরী রনি (রনি চৌধুরী) বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ও সুদক্ষ ব্যবসায়ীদের মধ্যে অন্যতম। রফতানি পোশাক, হসপিটালিটি, মিডিয়া ছাড়াও বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের ফ্র্যাঞ্চাইজ স্বত্বাধিকারী তিনি। এছাড়া তিনি একজন সুপরিচিত তরুণ উদ্যোক্তা। বর্তমানে তিনি একজন সিআইপি পদকপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী নেতা এবং ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের (এফবিসিসিআই) নির্বাচিত পরিচালকদের একজন। এটি বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্য সংস্থা।

বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে রনি চৌধুরীর ব্যবসায়িক কর্মজীবন দেশের আমদানি-রপ্তানিতে বিশেষ অবদান রাখে। ১০০% রফতানিমুখী পোশাক শিল্প কারখানার পারিবারিক ব্যবসা দিয়ে যাত্রা শুরু হলেও বিবিধ ক্ষেত্রে তিনি ব্যবসায়ের নতুন দিগন্ত উন্মোচন ও প্রসার ঘটিয়েছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠার এখন বাংলাদেশের বিভিন্ন সুনামযোগ্য ব্র্যান্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং এটিই তাঁকে পৌছে দিয়েছে সফলতার শীর্ষে।

তিনি, জনাব মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরীর (মায়া), বীর বিক্রম, এর সুযোগ্য কনিষ্ঠ পুত্র, যিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন প্রাক্তন মাননীয় মন্ত্রী (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়) ও প্রাক্তন এমপি, চাদপুর – ২ আসন।

রাজনৈতিক জীবনঃ

সাবেক সহ-সম্পাদক, কেন্দ্রীয় উপ-কমিটি ও বর্তমান সহ-সম্পাদক, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপ-কমিটি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

ব্যবসায়ীক অগ্রযাত্রাঃ

১৯৯৭ সালে রনি, **চৌধুরী গার্মেন্টস লিমিটেডের** পরিচালক হিসাবে যাত্রা শুরু করেন। চৌধুরী গার্মেন্টস একটি ১০০% রফতানিমুখী সোয়েটার কারখানা যেখানে রনি বিক্রয় ও বিপণনের দায়িত্বে ছিলেন। কারখানাটি সেসময় মিরপুরে অবস্থিত হলেও বর্তমানে এটি গাজীপুরে স্থানান্তরিত হয়েছে।

২০০২ সালে তিনি **ওয়েগা জোন লিমিটেড** প্রতিষ্ঠা করেন। ওয়েগা জোন ক্রীড়া বিষয়ক বিপণন এবং বিনোদন ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে নিয়োজিত থাকে। ঐ সময়ে, এই সংস্থাটির বেইলি রোডে অবস্থিত একটি জনপ্রিয় পুল ক্লাব পরিচালনা করত।

২০০৪ সালে রনি চৌধুরী ওয়েগা জোন লিমিটেডের কার্যক্রম ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করেন। এরই মধ্যে এটি শীর্ষস্থানীয় **এলইডি রোড সাইন বিজ্ঞাপনদাতা সংস্থা**তে পরিণত হয়। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকার, বিশেষতঃ গুলশান ও কাকরাইলে অবস্থিত এলইডি রোড সাইনের পরিচালনার দায়িত্ব ওয়েগা জোন পেয়ে থাকে।

২০০৯ সালে ওয়েগা জোন **আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার** (ডিআইটিএফ) প্রচার ও প্রসারের নিমিত্তে, ওয়েগা জোন পরবর্তি তিন বছরের অ্যাডভারটাইজমেন্ট পরিচালনার জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করে।

২০১০ সালে ওয়েগা জোন বাংলাদেশে আয়োজিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ক্রিকেট ইভেন্ট চলাকালীন **নগর সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প** বাস্তবায়ন করে। ঐ সময়ে, ঢাকার সড়ক গুলো চোখধাধানো আলোকসজ্জায় সুসজ্জিত হয় এবং নগরবাসীকে একটি আড়ম্বরপূর্ণ আমেজ দিতে ঢাকার বিভিন্ন প্রান্তে নতুন ভাস্কর্য উত্তোলন করা হয়।

২০১১ সাল হতে ওয়েগা জোন **স্পোর্টস ভেন্যুর বিজ্ঞাপনের** কাজ শুরু করেন যা আজ অবধি চলমান। বর্তমানে ওয়েগা জোন বেশ কয়েকটি স্টেডিয়ামের এলইডি স্ক্রিন এবং স্কোরবোর্ড সরবরাহ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। স্টেডিয়ামগুলির মধ্যে রয়েছে **বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, মিরপুর স্টেডিয়াম, সিলেট স্টেডিয়াম এবং গোপালগঞ্জ স্টেডিয়াম।**

২০১৩ সালে দেশের অভিজাত রিয়েল এস্টেটের চাহিদা পূরণে **মায়া কর্পোরেশন** প্রতিষ্ঠিত করেন রনি যা এখন তাঁর ফ্র্যাঞ্চাইজ হোটেল ও রেস্তোঁরা ব্র্যান্ডের নির্মাণ এবং রিয়েল এস্টেট ব্যবসার দেখাশোনা করে থাকে।

২০১৫ সালে **রেডিও ধ্বনি এফএম ৯১.২** প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তিনি এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত হন। এটি বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারী রেডিও ভিত্তিক জাতীয় নিউজ স্টেশন।

২০১৫ সালে রনি চৌধুরী, **বেসরকারী রেডিও মালিক সমিতির (POAB)** সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

২০১৭ সালে **ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের (এফবিসিসিআই)** পরিচালক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং আজ অবধি এই পদে নিয়োজিত আছেন।

২০১৮ সালের শেষে, মায়া কর্পোরেশন ঢাকার অভ্যন্তরে বেশ কয়েকটি নির্মাণ প্রকল্প সম্পন্ন করে।

২০১৯ সালের শেষে, **বেস্ট ওয়েস্টার্ন প্লাস মায়া**, যা নিকুঞ্জে অবস্থিত রনির একটি চার-তারকা বিশিষ্ট ফ্র্যাঞ্চাইজি হোটেল উদ্বোধন হতে যাচ্ছে।

২০১৯ সালেই, দেশব্যাপী ২৫টি পকেট ক্যাফে আউটলেট স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভারতের "**চায়ে গারাম**" এর মাস্টার ফ্র্যাঞ্চাইজ পায় ওয়েগা জোন লিমিটেড। এছাড়া নগরবাসীদের জন্য সেরা স্বাদের অভিজ্ঞতা দিতে এই বছর "**ফারযি ক্যাফে**" নামে আরেকটি আন্তর্জাতিক রেস্টুরেন্টের ফ্র্যাঞ্চাইজ পায় ওয়েগা জোন।